সকালের খবর
ঢাকা : শনিবার ৫ নভেম্বর ২০১১

ইয়াসমিন আরা লেখা

ছিনতাই নিয়ন্ত্রণে পুলিশের করণীয়

সম্প্রতি রাজধানীতে সাংবাদিক কাফি কামাল যাত্রীবেশী ছিনতাইকারীদের কবলে পড়ে সর্বস্ব হারানোর পাশাপাশি বেধড়ক মারপিটের শিকার হন। শহর এলাকায় চলাচলকারী বাসযাত্রী কাফি কামালসহ আরও কয়েকজনকে সংঘবদ্ধ ছিনতাইকারী চক্রের সদস্যরা লাঠি ও ছুরি দিয়ে আঘাত করে এবং চোখে মরিচের গুঁড়া লাগিয়ে গুরুতর আহত করে। পরবর্তীতে চলন্ত বাস থেকে তাকে ফেলে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় জড়িতদের একাংশকে ধরা হলেও শেষ পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে রহস্য উন্মোচন করা এবং পুরো দলকে ধরতে পারেনি পুলিশ।

গত বছর ছিনতাইকারীদের হাতে প্রাণ হারান এএসআই মিজান ও এটিএন বাংলার সিনিয়র ক্যামেরাম্যান শফিকুল ইসলাম মিঠু। এই দুটি খুনের ঘটনার শেষ পরিণতি আমরা জানি না। তবে মিঠু ও মিজানের পরিবার তাদের অনুপস্থিতিতে কী দুঃসহ জীবনযাপন করছে তা ধারণা করা যায়। মিঠু ও মিজানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর ছিনতাইকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশের ব্যাপক উদ্যোগ লক্ষ করা গেলেও পরবর্তীতে তার ধারাবাহিকতা দেখা যায়নি। ছিনতাইকারীদের হাতে সাধারণ মানুষের হতাহতের ঘটনা নতুন কিছু নয়। এ ধরনের অমানবিক ঘটনা ঘটার পর পুলিশ বা সংশ্লিষ্টদের মাঝে তোড়জোড় লক্ষ করা গেলেও একসময় সেটা থিতিয়ে আসে। একাধিক পরিসংখ্যানে জানা যায়, এ ধরনের ঘটনা যা প্রকাশ হয় তার চেয়ে বেশি অপ্রকাশিত থেকে যায়।

রাজধানী বা দেশের অন্যান্য নগরের মানুষ রাতের বেলায় বাসে চড়তে গিয়ে বা অপরিচিত মানুষের সঙ্গে যানবাহন শেয়ার করতে গিয়ে ছিনতাইয়ের শিকার হচ্ছেন। কখনও কখনও যাত্রীবেশী ছিনতাইকারীরা ট্রাফিক জ্যামে আটকে পড়া যাত্রীর কাছ থেকে টাকা-পয়সা, ঘড়ি, মোবাইল, ল্যাপটপসহ অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে যাত্রীকে কোনো নির্জন স্থানে নামিয়ে দেয়। কখনও কখনও ছিনতাইকারীরা ছিনতাইয়ের পাশাপাশি যাত্রীটির চোখে মলম লাগিয়ে বা অজ্ঞান করার মতো কিছু খাইয়ে মাঝপথে ফেলে দিয়ে যায়। আবার কখনও ছিনতাইকারীদের হাতে প্রাণ হারাতে হয় যাত্রীকে। এ ধরনের ঘটনার ভয়াবহতা সম্পর্কে আমরা সকলে কমবেশি জানলেও খুব সচেতন হচ্ছি তা কিন্তু নয়। আবার জনগণের জানমাল রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত বাহিনীও এ ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য দেখাতে পারছে না।

সম্প্রতি একটি দৈনিকের তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, রাজধানীতে ৪৪১টি ছিনতাই স্পট রয়েছে। এসব স্পটে ছিনতাই প্রতিরোধে পুলিশের কোনো উদ্যোগ বা পদক্ষেপই কাজে আসছে না। বরং স্পটগুলোতে পুলিশের নজরদারি কমে যাওয়ায় পরিস্থিতি দিন দিন আরও খারাপ হচ্ছে। ঢাকা মহানগর পুলিশ প্রকাশিত ছিনতাই প্রতিরোধ নির্দেশিকা থেকে জানা যায়, ৪৪১টি ছিনতাই স্পটের মধ্যে সূত্রাপুরে ৩৯টি, যাত্রাবাড়ীতে ৩১টি, উত্তরায় ২৫টি, রমনায় ২৪টি, মোহাম্মদপুরে ২৪টি, তেজগাঁওয়ে ২৩টি, ধানমণ্ডিতে ১৫টি, খিলগাঁওয়ে ১৫টি, শাহবাগে ১৪টি, পল্টনে ১৪টি, মতিঝিলে ১৩টি, গুলশানে ১৩টি, কাফরুলে ১৩টি, মিরপুরে ১৩টি, সবুজবাগে ১২টি, আদাবরে ১২টি, লালবাগে ১১টি, হাজারীবাগে ১১টি, দক্ষিণখানে ১১টি, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে ১০টি, শাহ আলীতে ৯টি, কোতোয়ালিতে ৮টি, বাড্ডায় ৮টি, নিউমার্কেটে ৭টি, খিলক্ষেতে ৬টি, তুরাগে ৬টি, ডেমরায় ৬টি, শ্যামপুরে ৬টি, বিমানবন্দরে ৬টি, ক্যান্টনমেন্টে ৪টি, কামাঙ্গীরচরে ৪টি এবং উত্তর খানে ৪টি। এসব এলাকায় ছিনতাইয়ের সময়কাল চার ভাগে বিভক্ত বলে মহানগর পুলিশের পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা রিপোর্ট সূত্রে জানা যায়। পুলিশের যথাযথ তৎপরতা নিয়ে অভিযোগ আছে। তারপরও বর্তমানে পুলিশ কর্মকর্তাদের আন্তরিকতা আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। বিশেষ করে পুলিশের মহাপরিদর্শক ও ঢাকা মহানগর পুলিশের বর্তমান কমিশনার বেনজির অত্যন্ত করিৎকর্মা এবং পারদর্শী বলে জানি। তাদের চেষ্টায় রাজধানীর ছিনতাইয়ের ঘটনা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনাটা অসম্ভব কিছু নয়।

একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমাদের মনে হয়, রাজধানীতে ছিনতাই অত্যন্ত ভয়াবহ একটি সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এই সমস্যা থেকে জনগণকে মুক্তি দিতে হবে। পুলিশের পর্যবেক্ষণ রিপোর্টটিকে আমলে নিয়ে এখন থেকে পদক্ষেপ নেওয়া হলে এই সমস্যা থেকে জনগণ মুক্তি পাবে—এটা আমরা বিশ্বাস করি। অভিযোগ আছে, ছিনতাইয়ের মতো ঘটনাকে পুলিশ অনেক সময় ছোট করে দেখে। এ অভিযোগ যদি সত্য হয়, তবে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। অপরাধ ছোট হলেও তাকে অপরাধ বলেই গণ্য করতে হবে। বিশেষ করে ছিনতাইয়ের মতো অপরাধকে কোনোভাবেই ছোট করে দেখা যাবে না। কারণ এ ধরনের ঘটনায় সমাজের প্রায় সব শ্রেণীর মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আশা করি, আজ থেকে আমাদের পুলিশ সদস্যরা ছিনতাইয়ের মতো ঘটনাগুলো রোধে তৎপর হবেন।

লেখক : *ডিন—শিক্ষা ও শারীরিক শিক্ষা অনুষদ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা*